স্রোতস্বিনী তনয়া

কথা ছিল একটি পতাকা পেলে আমি আর লিখব না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা। কথা ছিল একটি কবিতা পেলে ভজন গায়িকা সেই সন্ন্যাসিনী সবিতা মিস্ট্রেস ব্যর্থ চল্লিশে বসে বলবেন পেয়েছি.......পেয়েছি। এই কথামালা গুলো এখন শুধুই হাহাকার। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ রক্ত জবার মত প্রতিরোধের উচ্চারণ হলেও একাত্তরের বীরাঙ্গনারা তাদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে নারীর সম্মানের সুরক্ষা করতে পারেন নি। নারীদের নিয়ে কিছু লিখতে গেলে কিংবা পড়তে গেলে আজও অশ্রুসজল হতে হয়। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে নারী পুরুষ একত্রে সভ্যতা নির্মাণ করে আসছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে পুরুষ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে নারীর উপর তথা সমাজে। তার অংশ হিসেবে পুরুষ দ্বারা নারী প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হয়েছে আজও হচ্ছে। আর সেই নির্যাতন কখনো শারীরিক কখনো মানসিক আবার কখনো তা যৌন নির্যাতন। এই নির্যাতন থেকে বাদ পড়ছে না শিশু, কিশোরী , যুবতী নারী এমন কী বৃদ্ধাও। আর যারা এই নির্যাতনের শীকার হয় তারা এই তথাকথিত সমাজ দ্বারা নিষ্পেসিত হতে থাকে প্রতিটি পদক্ষেপে। এই নিষ্ঠুর তথাকথিত সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়ায় আবার কেউ কেউ পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে লড়াই করতে না পেরে একটা পর্যায়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। প্রতিনিয়ত নারীর প্রতি সহিংস আচরণের কারণে প্রতিদিন কোন না কোন মেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না,অথবা কোন নারী তার কর্মক্ষেত্রে যেতে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।কেন প্রতিদিন নারীকেই তার ভবিষ্যতের সাথে তার জীবনের সাথে তার মর্যাদার সাথে আপোষ করতে হবে? সব ক্ষেত্রে কেন নারীকেই বলি হতে হবে? এর শেষ কোথায়? এর কী কোন শেষ হবে না? একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও শুনতে হচ্ছে গৃহবধূকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে,যৌতুকের কারণে আত্মঘাতী হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আজও নারীর নিরাপদ নয় সেখানেও তাকে পুড়ে মরতে হয়। পৃথিবী আজও কেন নারীর জন্য নিরাপদ নয়। যেখানে নারীর অধিকার, সম্মানের জন্য আলাদাভাবে নারী দিবস পালন করা হয়।বাংলাদেশে সম্ভবত একটি দিনও নেই যে দিনটি নারীর প্রতি অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের খবর প্রকাশ হয়নি! কোন এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ধর্ষিতা মেয়ের বাবার নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দিও, আর ঠিকানা লিখ ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি…………।স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে তিনি একবারও নির্যাতিতা নারী শব্দটি একবারও উচ্চারণ করেননি। তাদেরকে তিনি বীরাঙ্গনা খেতা

একবারও উচ্চারণ করেননি। তাদেরকে তিনি বীরাঙ্গনা খেতাবের সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। আজ সেই মহান পিতাকে বড্ড বেশি মনে পরছে। তিনি বেঁচে থাকলে বোধ হয় নারীর প্রতি এই বর্বরোচিত কথা ছিল একটি পতাকা পেলে আমি আর লিখব না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা। কথা ছিল একটি কবিতা পেলে ভজন গায়িকা সেই সন্ন্যাসিনী সবিতা মিস্ট্রেস ব্যর্থ চল্লিশে বসে বলবেন পেয়েছি.......পেয়েছি। এই কথামালা গুলো এখন শুধুই হাহাকার। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ রক্ত জবার মত প্রতিরোধের উচ্চারণ হলেও একাত্তরের বীরাঙ্গনারা তাদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে নারীর সম্মানের সুরক্ষা করতে পারেন নি। নারীদের নিয়ে কিছু লিখতে গেলে কিংবা পড়তে গেলে আজও অশ্রুসজল হতে হয়। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে নারী পুরুষ একত্রে সভ্যতা নির্মাণ করে আসছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে পুরুষ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে নারীর উপর তথা সমাজে। তার অংশ হিসেবে পুরুষ দ্বারা নারী প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হয়েছে আজও হচ্ছে। আর সেই নির্যাতন কখনো শারীরিক কখনো মানসিক আবার কখনো তা যৌন নির্যাতন। এই নির্যাতন থেকে বাদ পড়ছে না শিশু, কিশোরী , যুবতী নারী এমন কী বৃদ্ধাও। আর যারা এই নির্যাতনের শীকার হয় তারা এই তথাকথিত সমাজ দ্বারা নিষ্পেসিত হতে থাকে প্রতিটি পদক্ষেপে। এই নিষ্ঠুর তথাকথিত সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়ায় আবার কেউ কেউ পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে লড়াই করতে না পেরে একটা পর্যায়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। প্রতিনিয়ত নারীর প্রতি সহিংস আচরণের কারণে প্রতিদিন কোন না কোন মেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না,অথবা কোন নারী তার কর্মক্ষেত্রে যেতে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।কেন প্রতিদিন নারীকেই তার ভবিষ্যতের সাথে তার জীবনের সাথে তার মর্যাদার সাথে আপোষ করতে হবে? সব ক্ষেত্রে কেন নারীকেই বলি হতে হবে? এর শেষ কোথায়? এর কী কোন শেষ হবে না? একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও শুনতে হচ্ছে গৃহবধূকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে,যৌতুকের কারণে আত্মঘাতী হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আজও নারীর নিরাপদ নয় সেখানেও তাকে পুড়ে মরতে হয়। পৃথিবী আজও কেন নারীর জন্য নিরাপদ নয়। যেখানে নারীর অধিকার, সম্মানের জন্য আলাদাভাবে নারী দিবস পালন করা হয়।বাংলাদেশে সম্ভবত একটি দিনও নেই যে দিনটি নারীর প্রতি অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের খবর প্রকাশ হয়নি! কোন এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ধর্ষিতা মেয়ের বাবার নামের জায়গায় আমার নাম

লিখে দিও, আর ঠিকানা লিখ ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি…………।স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে তিনি একবারও নির্যাতিতা নারী শব্দটি একবারও উচ্চারণ করেননি। তাদেরকে তিনি বীরাঙ্গনা খেতাবের সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। আজ সেই মহান পিতাকে বড্ড বেশি মনে পরছে। তিনি বেঁচে থাকলে বোধ হয় নারীর প্রতি এই বর্বরোচিত সহিংসতা হতে দিতেন না । এটা ভেবে ভয় হচ্ছে যে এরকম অবস্থা চলতে থাকলে বাংলার ঘরে ঘরে ফুলন দেবীদের মত প্রতিবাদীর জন্ম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসা আজ সময়ের দাবী। নারীর প্রতি সব রকম সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য এর জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ।সামাজিক মূল্যবোধ বদলাতে হবে ।আর এ ব্যাপারে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। পুরুষরাই নারীর পাশে দাঁড়াবে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এটা আজ বিশ্ব মানবতার দাবী। নারী পুরুষ সমতা এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার গুলোর একটি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হলে আর কোন নরপশু নারীর প্রতি সহিংসতা করার সাহস পাবে না । কোন মানুষ যেন এই অপরাধ করে পার না পায়। তবেই হয়ত সব বয়সী নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একজন মেয়ে হিসেবে বিশ্ব মানবতার কাছে অনুরোধ আমি শুধু মানুষের পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। প্রতি ইঞ্চি মাটি হোক আমার নিরাপদ আবাস। আর প্রতিটা মেয়ের পরিচয় হোক সে মানুষ।